অক্ষর (Syllable)

সাধারণভাবে কোনো শব্দ উচ্চারণের সময় একা একটি ছোটো অংশকে অক্ষর বলে। যেমন—'অতীত' শব্দটি উচ্চারণ করলে 'অ' এবং 'তীত'—এইভাবে দুটি ভাগে উচ্চারণ করি। তাই 'অতীত'—শব্দটি দুটি অক্ষর নিয়ে গঠিত।

শুধুমাত্র স্বরবর্ণ বা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত করে শব্দের যে ক্ষুদ্রতম অংশ একবারে উচ্চারণ করা যায় তাকে বলে অক্ষর (Syllable)।

সংযুক্ত বর্ণ, ফলা

দুই বা দুই এর বেশি ব্যঞ্জনবর্ণ একসাথে যুক্ত হয়ে যে সংযুক্ত বর্ণ গঠন করে তাকে বলে **যুক্তবর্ণ**। যেমন—

(ক্ + য = ক্য) = ঐক্য, বাক্য, মানিক্য
(ক + ল = ক্ল) = শুক্ল, ক্লেশ, ক্লীব
(ষ + ণ্ = ষ্ণ) = কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, বিষ্ণু
(ক + র = ক্র) = চক্র, বক্র, বিক্রয়
(ক + ব = ক্ব) = পক্ব, অপক্ব, পরিপক্ক
(গ + ন = গ্ন) = অগ্নি, ভগ্ন, মগ্ন
(স + ম = স্ম) = বিস্ময়, স্মরণ, অকস্মাৎ

য, র, ল, ব, ণ, ন এবং ম—এই সাতটি ব্যঞ্জনবর্ণকে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত করাকে **ফলা** বলে। যেমন—

সংযুক্ত বর্ণ হিসাবে 'র' বর্ণটি কখনও আবার বর্ণের আগে বসে। 'র' যখন কোনো বর্ণের আগে বসে তখন তাকে রেফ (´) বলে। যেমন— র্ + ক = র্ক = অর্ক, র্ + গ = র্গ = দূর্গ।

এগুলি ছাড়াও বাংলা ভাষায় আরোও একটি সংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার হয়। এটা হল (্) হস্ চিহ্ন। এটি কোনো ধ্বনি বা শব্দের সংকেত নয়। এটি প্রধানত ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরধ্বনি যুক্ত নেই, এরূপ বোঝাতে ব্যবহার হয়। যেমন— থাম্, চট্‌পট্।

বর্ণ বিশ্লেষণ

শব্দের মধ্যে যেসব বর্ণ থাকে তাদের প্রত্যেকটি বর্ণকে আলাদাভাবে দেখানোকে **বর্ণ বিশ্লেষণ** বলে। যেমন—

নেকড়ে— ন + এ + ক্ + ড় + এ (পাঁচটি বর্ণ)

শিক্ষা— শ্ + ই + ক্ + ষ + আ (পাঁচটি বর্ণ)

অন্যরকম— অ + ন + য + র + ক + ম (ছয়টি বর্ণ)